দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক
দুদক বার্তা

৮ম বর্ষ | ২৮তম সংখ্যা | জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ | আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

এক নজরে

সম্পাদকীয়
গণশুনানি
হটলাইনভিত্তিক অভিযান
গ্রেফতার
বিচার ও দণ্ড
উল্লেখযোগ্য মামলা
সভা

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

৯৩৫৩০০৪-৮
info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

১০৬
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on
Facebook
facebook.com/acc.org.bd

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ শুধু দেশে নয়, বিদেশেও দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে কমিশনের প্রতিটি কর্মকর্তাই নিবিড় প্রশিক্ষণের আওতায় এসেছেন। বিগত তিন বছরে প্রায় ২৫০০ কর্মকর্তাকে (একই কর্মকর্তাকে একাধিকবার) প্রশিক্ষণ দিয়েছে কমিশন। কেবল ২০১৮ সালেই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ৮১১ জন এবং বিদেশে ৬১জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশ্বায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার কারণেই অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। অপরাধীদের নতুন নতুন কৌশল মোকাবিলা করতে হচ্ছে তদন্তকারী সংস্থাসমূহের।

> সতত, কাজ, মেধা, দক্ষতা ও মননশীলতা দিয়েই কমিশনকে জন আস্থা অর্জন করতে হবে।

সম্প্রতি কমিশনের কর্মকর্তাদের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, সততা, কাজ, মেধা, দক্ষতা ও মননশীলতা দিয়েই কমিশনকে জন আস্থা অর্জন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, অফিসের সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আইন-কানুন মেনে চলাই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব।

তিনি বলেন, বিগত তিন বছরে কমিশনের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একাধিক বার দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের এ ধারা অব্যাহত রাখা হবে। এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেই জন আস্থা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দুদক চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তের জন্য কমিশন সাধুবাদ পেতেই পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুদক কর্মকর্তারা আরও দক্ষ, কৌশলী এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর তদন্তে নিজেদেরকে আরো শাণিত করবেন। দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে দুদক হবে বিশ্বের অন্যতম রোলমডেল। দুদকের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে ■

গণশুনানি

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৮টি	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; শিবগঞ্জ, বগুড়া; রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী; দূর্গাপুর, নেত্রকোনা; মীর্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী; আমতলী, বরগুনা; শেরপুর সদর, শেরপুর; লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট ইত্যাদি।

গ্রেফতার

কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় জুন মাসে ২০১৯ মাসে ০৩ (তিন) জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ সাইফুদ্দিন ফারুক, সাবেক ব্যবস্থাপক; দি ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ, সন্দীপ শাখা চট্টগ্রাম।	মোঃ সাইফুদ্দিন ফারুক ও অন্য ০২ জনসহ পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক প্রতারণার আশ্রয়ে দি ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ, সন্দ্বীপ শাখা, চট্টগ্রাম হতে ১১টি খাত থেকে মোট ২৪,৩০,২৩৮/- টাকা আত্মসাৎ।
মোঃ সাদ্দাম হোসেন, অফিস সহায়ক, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, নওগাঁ।	মোঃ সাদ্দাম হোসেন, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো-এ অফিস সহায়ক হিসেবে যোগদান করে মার্চ/১৮ হতে ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে টাকা জমাদানের ৫২টি ভূয়া ভাউচার তৈরীর মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করে সরকারের মোট ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
১২৭টি	ভূমি-ডিসি অফিসের এল এ শাখা; ডিসি অফিসের রেকর্ড রুম; এসি (ল্যান্ড) অফিস; সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; ইউনিয়ন ভূমি/তহসিল অফিস; জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস; রাজউক। স্বাস্থ্য-ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সিভিল সার্জন অফিস; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; হাসপাতাল; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। শিক্ষা- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ; বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস); বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ); শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; জেলা শিক্ষা অফিস; উপজেলা শিক্ষা অফিস। অন্যান্য-রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ (আর জে এস সি); বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন; বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি); প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (ডিপিডিটি); সরকারি আবাসন পরিদপ্তর; একটি বাড়ি একটি খামার; পর্যটন কর্পোরেশন; ইসলামিক ফাউন্ডেশন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর; বাংলাদেশ বেতার; জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি); স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ; প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়; অবৈধ টোল আদায় বন্ধ; সরকারি বাসায় অবৈধ ভাবে বসবাসকৃতদের উচ্ছেদ; প্রতিযোগিতা কমিশন; ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি); আশ্রয়ণ প্রকল্প; আদালত; বিটিএমসি; ইজিপিপি প্রকল্প; সাফারি পার্ক; পেট্রো বাংলা; বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি; চিড়িয়াখানা; যমুনা ওয়েল ইত্যাদি

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

জুন মাসে ২০টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কে এইচ এম আছাদুজ্জামান, এস, এ ভিপি, ঢাকা ব্যাংক, বরিশালসহ ০৫ জন (০২টি মামলা)।	আসামি কে এইচ এম আছাদুজ্জামান ও হুমায়ুন কবিরকে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৮ কোটি টাকা জরিমানা।
চৌধুরী মতিয়ার রহমান, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স আল আমিন এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা।	আসামি চৌধুরী মতিয়ার রহমানকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৪০,৯৫,০৯৯/- টাকা জরিমানা।
আজিজুর রহিম ওরফে মোঃ সেলিম, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স হলি কম্পিউটারস ও মোঃ রেজাউল করিম, সাবেক ম্যানেজার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা।	আসামি আজিজুর রহিম ওরফে মোঃ সেলিম ও মোঃ রেজাউল করিমকে ০৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে আত্মসাতকৃত টাকার অর্ধেক ২০,৯১,৩৬২/- টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো ০১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন জুন মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ১৫টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ টিপু সুলতান, প্রোপাইটার, মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউজ, আলরাজী কমপ্লেক্স, ঢাকা ও অন্যান্য ০৩ জন।	অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক প্রতারণার মাধ্যমে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে ভূয়া ডকুমেন্ট কোনরূপ যাচাই ছাড়া বিডিবিএল হতে ২৫.৫০ কোটি টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
সেবাইত মোহান্ত মহারাজ ক্ষিতিশ চন্দ্র আচারী, রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও অন্যান্য ০৯ জন।	আসামিগণ পরস্পর যোগসাজশে ১৪.৬১ একর দেবোত্তর সম্পত্তি ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত অবৈধভাবে হস্তান্তর।
মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী, পরিচালক, রোজা প্রোপার্টিজ লিঃ ও পরিচালক রাখেন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিঃ, ঢাকা ও অন্যান্য ০৩ জন।	দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে শত শত কোটি টাকা অবৈধ সম্পদ গড়ে তোলেন এবং ঐ সমস্ত অবৈধ সম্পদের মধ্যে ১৪৮,৯৭,৪৩,১৯২/- টাকা বিভিন্ন পন্থায় দুবাইতে পাচার করেন।

কোথায় অভিযোগ করবেন?

- যেকোনো টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর থেকে দুদক অভিযোগকেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ টোল ফ্রি টেলিফোনের মাধ্যমে।
- এছাড়া লিখিতভাবে কমিশনের চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক প্রধান কার্যালয় ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকার ঠিকানায় অথবা ৮টি বিভাগীয় কর্যালয়ে বিভাগীয় পরিচালক বরাবরে (অপরাধটি যে বিভাগের অধীন সংঘটিত), দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কর্যালয় ঢাকা/চট্টগ্রাম/রংপুর/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল/সিলেট। অথবা
- কমিশনের ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক বরাবরে (অপরাধটি যে সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের অধীন সংঘটিত), দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১/ঢাকা-২/টাঙ্গাইল/ফরিদপুর/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম-১/চট্টগ্রাম-২/ রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাজশাহী/বগুড়া/পাবনা/রংপুর/দিনাজপুর/খুলনা/কুষ্টিয়া /যশোর/ বরিশাল/পটুয়াখালী/সিলেট/হবিগঞ্জ/ অভিযোগ দায়েরের সুযোগ রয়েছে।

কমিশনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ: Anti-Corruption Commission - Bangladesh

কমিশনের ই-মেইল: chairman@acc.org.bd

সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচী

তরুণ প্রজন্মের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করছেন
দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলছেন
দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

নেত্রকোনা গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার এএফএম আমিনুল ইসলাম।

পটুয়াখালী গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

ময়মনসিংহ গণশুনানিতে দুদকের সহযোগিতায় ঘুষের
টাকা ফেরত নিচ্ছেন গ্রাহকবৃন্দ।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।